যায়যায়দিন

তারিখ 2 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৭

শিক্ষামন্ত্রীর সিলেটে এখনো বই পায়নি অনেক শিক্ষার্থী

সিলেট অফিস

নতুন বছরের এক মাস পেরিয়ে গেলেও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিজ জেলা সিলেটের অনেক প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা বই পায়নি এখনো।

বই ছাড়াই ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ায় ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে চলছে বই কেনাবেচা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেট নগরীর ৪-৫টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণী পর্যন্ত কোনো বই পৌঁছায়নি। এ স্কুলে নিম্নমাধ্যমিকেরও অর্ধেক বই চলতি ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন পর্যন্ত হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা।

বিষয়টি স্বীকার করেছেন সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হযরত আলী ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম। তারা জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু স্কুল বইয়ের চাহিদা না দেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এ সঙ্কট কাটিয়ে সব শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দেয়া হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তারা।

এ জানান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে মূলত নগরীর কিছু ইংরেজি মাধ্যম

বই : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

বই : শিক্ষামন্ত্রীর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্কুলে। এ সমস্যা সমাধানে শুক্রবারও বই এসেছে। এখনো ছাপা চলছে। আরো বই আসবে। তখন সমস্যা কেটে যাবে।

এদিকে বই না আসায় শুরু হয়েছে ফটোকপি. বই বাণিজ্য। ইন্টারনেটে বই পাওয়া যাওয়ায় তা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের হাতে বই তুলে দিতে চড়া দামেই কিনছেন এসব বই।

নগরীর বত্তাদিপাড়া এলাকার অভিভাবক রফিকুল ইসলাম জানান, তার দুই ছেলেমেয়ে নগরীর শিবগঞ্জ এলাকার প্রেসিডেন্সি স্কুল অ্যান্ড কলেজের তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। বই না পাওয়ায় তিনি কয়েক পৃষ্ঠা বই দেড়শ' টাকা দিয়ে ফটোকপির দোকান থেকে নিয়ে এসে আপাতত তাদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। ওই স্কুলের প্রায় দেড়শ' শিক্ষার্থী এখনো কোনো বই পায়নি বলে জানান তিনি। এদিকে নগরীর স্কলার্স হোম স্কুলের দুটি শাখায় এখনো বই পায়নি শিক্ষার্থীরা।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কলার্স হোমের ' শাহী ঈদগাহ ও পাঠানটুলার দুটি ক্যাম্পাসে প্রায় এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর হাতে একটি বইও পৌঁছেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে স্কলার্স হোমের শাহী ঈদগাহ ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকী বলেন, এই ক্যাম্পাসের প্রায় পাঁচশ' শিক্ষার্থী এখনো কোনো বই পায়নি। অনেকেই ফটোকপি করে পড়াশোনা ও ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। বারবার যোগাযোগ করা হলে জবাব আসছে, বই শেষ হয়ে গেছে, কাল আসবে- এরকম।

দেরিতে বইয়ের চাহিদা দেয়ায় বই আসতে দেরি হচ্ছে- এ মন্তব্যের আলোকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের তিনি বলেন, অনেক আগে থেকে এবং বছর শেষ হওয়ার ছয় মাস আগে থেকে বইয়ের চাহিদা দেয়া হয়েছে। এ অভিযোগ সত্য নয়।

প্রসঙ্গত, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বছরের প্রথম দিন সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। সে অনুযায়ী ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করা হয়েছে।